যুগান্তর

তারিখ ... 2 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩

সিলেট বোর্ডের এসএসসির ফলে মারাত্মক ভুল

মুসতাক আহমদ

এবার এসএসসি পাস করা সিলেট বোর্ডের ছয় শতাধিক শিক্ষার্থীর ফলাফল তৈরিতে মারাত্মক ভুল হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের 'কম্পিউটার শিক্ষা' বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বা জিপিএ যোগ হয়নি। ফল সংশোধনে ভুক্তভোগীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, প্রাথমিকভাবে ছয় শতাধিক শিক্ষার্থীর ফলাফলে উল্লিখিত ভুল ধরা পড়লেও এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ মনিরউদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে তারা ধারণা করছেন, কম্পিউটার বিষয়ের 'অবজেকটিভ' (নৈর্ব্যক্তিক) অংশের নম্বর যোগ হয়নি। আর এ ভুলটি ফলাফল প্রণয়ন কর্তা নয়, প্রশ্ন মডারেটরদের কারণে হতে পারে। বিষয়টির তদন্ত চলছে।

এদিকে উল্লিখিত ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী ছাড়াও কম্পিউটার বিষয় নেয়া বোর্ডের প্রায় ১৭শ'

ভুল : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

ভুল : ফলে

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীর ফল দারুণভাবে প্রভাবিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। সূত্র জানায়, প্রশ্ন মডারেটররা যদি ভুল উত্তরকে সঠিক ধরে থাকেন এবং কেউ যদি সেই ভুলটিকেই সঠিক হিসেবে উত্তর করে নম্বর পেয়ে থাকে, তবে বোর্ডের গোটা ফলাফলেই এর প্রভাব পড়বে। তবে এর ফলে পাসের হারে কোন হেরফের হবে না বলে জানান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। তিনি বলেন, যেহেতু বিষয়টি 'চতুর্থ বিষয়', এ বিষয়ে ফেল করার কারণে কেউ ফেল করবে না। তাই ভুলের কারণে পাস-ফেল নয়, বোর্ডের মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যায় ওঠানামা হতে পারে।

মঙ্গলবার রাতে মোবাইল ফোনে তিনি যুগান্তরকে আরও জানান, তার কাছে এ পর্যন্ত মোট ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন জমা পড়েছে। এসব আবেদনে কেউ কেউ দাবি করেছেন, ওয়েবসাইটে দেয়া ব্যক্তিগত তথ্যে বিষয়ের সামনে ছাত্রছাত্রীদের জিপিএ উঠেছে কিন্তু যোগ হয়নি। আবার কারও কারও বিষয়ের সামনে একদম প্রাপ্ত জিপিএ-ই ওঠেনি।

বোর্ড সূত্র জানায়, ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন করা হলেও মূলত সিলেট বোর্ডের অধীন প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (যেসব প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষা রয়েছে) শিক্ষার্থীরা এ ভুলের শিকার হয়েছেন। আর এ কারণে বিশেষ করে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা জিপিএ-৫ বা 'এ-প্লাস'র (এ+) পরিবর্তে 'এ' গ্রেড পেয়েছেন। সূত্রমতে, সিলেট ক্যাডেট কলেজ থেকে এবার মোট ৬ জন শিক্ষার্থী 'এ' গ্রেড পেয়েছেন। কম্পিউটার বিষয়ে এদের কারোই নম্বর যোগ হয়নি।

সিলেট বোর্ডের ফলাফল এবার প্রণয়ন করেছে কুমিল্লা বোর্ড। নতুন বোর্ড হওয়ার কারণে তাদের ফল প্রণয়নের সুবিধা নেই। এ ব্যাপারে মঙ্গলবার রাতে কুমিল্লা বোর্ডের প্রধান সিস্টেম অ্যানালিস্ট বিকাশ চন্দ্র মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, ভুলটি শনাক্তকরণের কাজ চলছে। এ ব্যাপারে তারা বোর্ডের নির্দেশনার দিকে চেয়ে আছেন। তবে ভুলটি বোর্ডে হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে সিলেট বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে ভুলটি শনাক্ত করা হয়েছে। প্রশ্ন মডারেটরদেরই ভুল হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার জন্য চার প্রশ্ন মডারেটরকে নিষিদ্ধ করেছে এবং ভবিষ্যতে পরীক্ষা কাজে নেয়া হবে না।